নি । উ । জি । ল্যা । ন্ড

আমাদের ছেলেরাও খেলতে জানে

নিউজিল্যান্ডের মানুষ কিন্তু কাউকে অপমান বা ছোট করে কথা বলে না। অনেক মুখের কথাও পেটে চেপে রাখে। এ জন্য নিউজিল্যান্ড-বাসীদের বলা হয় শুভ্র সবুজ দেশটার মতোই নির্মল সভ্য ও ভদ্র জাতি।

২০০১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ক্রিকেটদল যখন নিউজিল্যান্ডে খেলতে এসেছিল, তখন ওয়ানডে এবং টেস্ট- সবগুলো ম্যাচই খুব খারাপভাবে হেরেছিল। নিউজিল্যান্ডবাসী আমার সব বন্ধু-বান্ধব কেউ কিন্তু লজ্জা দেবার জন্য বাংলাদেশ দলকে নিয়ে কোনো কটূক্তি বা ব্যঙ্গ করেনি, বরং আশাবাদই ব্যক্ত করেছে। একদিন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন খেলোয়াড় সায়মন ডৌলকে হ্যামিল্টন সিটি সেন্টারের ফার্স্টফুডের দোকান ম্যাগডোনাল্ডসের সামনে বার্গার খেতে দেখে বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি অতি ভদ্রতার সঙ্গে বলেছিলেন, বাংলাদেশের খুব বেশি বছর লাগবে না টেস্ট জিততে।

২০০১ সালের সেই সফরে বাংলাদেশ দল এবং নিউজিল্যান্ড দলের একটা টেস্ট ম্যাচ হয়েছিল হ্যামিল্টনের ওয়েস্টপ্যাক ট্রাস্ট স্টেডিয়ামে। এক দুপুরে বাংলাদেশ দল বোলিং-ফিল্ডিং করছিল, আর নিউজিল্যান্ড দল ব্যাটিং। সাইড লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের বাংলাদেশের এক ফিল্ডার ফিল্ডিং করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন?

দেখতে লম্বা করে শ্যামলা মতো ছিল সেই ফিল্ডার। কিন্তু সে আমার কথার জবাব দিলো না।

আমি নিজ থেকেই বললাম, আমিও বাংলাদেশী। নিউজিল্যান্ডে বসবাস করি।

এবারও সে আমার কথার জবাব দিল না। দৃষ্টিতে বিরক্তি ও অবহেলা ঢেলে আমার দিকে তাকালো। তারপর দু'বার সর্দি লাগার মতো নাক টেনে মাঠের খানিকটা ভেতরে চলে গেলো।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পাশে আমার এক বন্ধু ছিল। সে জোরে জোরে সেই খেলোয়াড়কে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, 'ভাইজান, ভাব নেয়ার আগে খেলতে শিখুন...!

সায়মন ডৌলের সেই ভবিষ্যদ্বাণী বেশি সময় লাগেনি আমাদের টেস্ট জিততে। সেই রাতে জ্যাসনই আমাকে জানালো বাংলাদেশের টেস্ট ম্যাচ জয়ের- কথা। তারপর ওয়াইকাটো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আমার এক বন্ধু ন্যাথেন। সে তো রীতিমতো আমার বাসায় খাবে বলে চেপে ধরলো। পরের দিন যেখানেই যাই প্রত্যেকটা পরিচিতজনের মুখে বাংলাদেশের টেস্ট জয়ের কথা। এএসবি ব্যাংকের জন লি, পোস্ট সপের ম্যাগেন, জিনা, সার্ভিস স্টেশনের নিকোল- সবাই কনগ্রাচুলেশান জানালো আমাকে, আমি বাংলাদেশের বলে।

এরই মাঝে টেস্ট সিরিজ জয়, ওয়ানডে সিরিজ জয় সবই তো আমার স্বপ্নের বাস্তব রূপ।

আজ নতুন নতুন খেলোয়াড় বাংলাদেশের টিমে। ওরা ভাব নিতে জানে না, ওরা খেলতে এসেছে। আর খেলতে এসেছে বলেই আজ আমরা গর্ব করে বলতে পারি, আমাদের ছেলেরাও খেলতে শিখেছে, আমরাও টেস্ট সিরিজ জয় করতে জানি...!

মহিবুল আলম
2/200, Grey st
Hamilton East, Hamilton
New Zealand

টো । কি । ও

প্রবাসে বাংলা গান

দীর্ঘদিন ধরেই প্রবাসে 'আড্ডা টোকিও' বাঙালি সংস্কৃতি বিষয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। এবার তারা আয়োজন করেছিল শিল্পী যেরোম গোমেজের বাংলা গানের। সহযোগিতায় ছিল জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি, বৃহত্তর ময়মনসিংহ সোসাইটি, সর্বজনীন পূজা কমিটি জাপান, প্রবাসী কল্যাণ সমিতি পরবাস এবং স্টার লাইট নেটওয়ার্ক।

দর্শক-শ্রোতাদের ভালোবাসায় সিক্ত যেরোম গোমেজ প্রাণখুলে গান গেয়েছেন। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এককভাবেও ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে শিল্পীকে অভিনন্দন জানানো হয়।

এক পর্যায়ে দর্শকদের অনুরোধে যেরোম গোমেজের কন্যা তুলি, পুত্র সজল এবং স্ত্রী লিনা গোমেজ মঞ্চে উঠতে বাধ্য হন এবং শ্রোতাদের অনুরোধে বেশ কয়েকটি গান পরিবেশন করেন।

যেরোম গোমেজ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার বান্দুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি গানের সঙ্গে জড়িত। ১৯৮৭ সালে প্রথম জাপান আসেন। প্রথমে ২ বছরের একটি কোর্স সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করে ২ বছর পর দেশে ফিরে যান। তিনি ১৯৯১ সাল থেকে সপরিবারে জাপানে বসবাস করছেন।

Rahman Moni
Kirigaoka-1-6-3-312, Kita-Ku, Tokyo, Japan

¯cwiev‡i m½xZ cwi‡ekbvq †Mv‡gR

wkíx‡K d‡j i †Zvov w`‡"Qb wbqwR Avn‡g` R‡qj

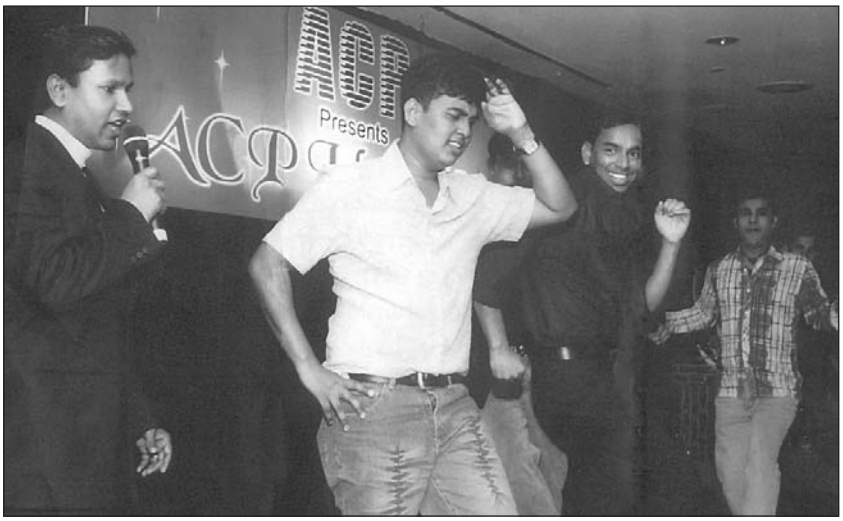

সিঙ্গাপুর

বাংলাদেশী আইডল

আমেরিকান আইডল অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তার সূত্র ধরে বিশ্বের ২০টি দেশে এখন চলছে আইডল অনুষ্ঠান নির্মাণ কাজ। সিঙ্গাপুর টেলিভিশনে আমেরিকান আইডল এবং সিঙ্গাপুর আইডল অনুষ্ঠান দুটি খুবই জনপ্রিয়। যদিও এমন একটি অনুষ্ঠান নির্মাণের পদক্ষেপ বাংলাদেশের কোনো নির্মাতাই আজও হাতে নেননি। আমাদের কোম্পানি প্রতি বছর শ্রমিকদের জন্য (DND) Dinner N dance পার্টির আয়োজন করে। প্রতি বছরের ডিনারে থাকে নিয়মিত পর্ব লাকি কুপন ড্র। এ ছাড়া থাকে বিভিন্ন গেমস, ম্যাজিক এবং ড্রেস কনটেস্ট। গত ৮ জানুয়ারি Hotel Amara-য় শেষ হয়ে গেল আমাদের অপেক্ষার। এবার আমাদের কোম্পানি বিশ্বের ২০টি দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিনার পার্টিতে আয়োজন করেছে Acp Idol প্রতিযোগিতা। এক মাস আগেই শেষ করেছে Idol বাছাই পর্ব। অনেক প্রতিযোগীর মধ্য থেকে একজন চায়নিজ, একজন মালয়েশিয়ান, চারজন সিঙ্গাপুরি এবং আমি বাংলাদেশীসহ মোট ৭ জন চূড়ান্ত পর্বের জন্য মনোনয়ন পাই। বাছাই পর্বে আমি দুটি বাংলা গান গেয়েই Judgeদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম। পরের দিন অফিস থেকে নোটিশ দিয়ে আমাকে জানালো, ফাইনাল পর্বের জন্য আমার নির্ধারিত গানের Karaoke VCD অফিসে জমা দিতে হবে। কারণ বাংলা গানের মিউজিক তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই Karaoke VCD থেকে মিউজিক দেবে এবং আমাকে MTV ফলো করে Karaoke-এর লেখার সঙ্গে গাইতে হবে। কিন্তু বাংলা গানের কোনো Karaoke VCD নেই তা আমি জানি। তবুও অফিসে আমি না করিনি। কারণ ব্যাপারটি তাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। যেখানে ইংরেজি, হিন্দি, চায়নিজ, জাপানিজ, মালয়সহ অনেক ভাষায় গানের Karaoke System আছে। কিন্তু বাংলা গানে নেই। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাংলার পরিবর্তে হিন্দি গান গেয়েই আমাকে ACP Idol পুরস্কার গ্রহণ করতে হলো। আমরা যারা সাধারণ শ্রোতা প্রত্যেকেরই মনে সাধ জাগে একাকী নীরবে, বন্ধুদের আড্ডায় অথবা কোনো অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করে নিজেকে একটু প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু চর্চার অভাবে সেটা সম্ভব হয় না। আর এ সমস্যাটা দূর করা সম্ভব Karaoke-এর মাধ্যমে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার অনেক শ্রোতা Karaoke-এর মাধ্যমে হিন্দি গানের চর্চা করছে। তাই হিন্দির পাশাপাশি বাংলা গানকে বিদেশীদের কাছে প্রচার করতে Karaoke-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে আমার আবেদন অচিরেই বাংলা গানের Karaoke VCD তৈরির জন্য। পাশাপাশি বাংলাদেশী আইডল অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য অনুরোধ করছি কোনো প্রতিভাবান ও সাহসী নির্মাতা এবং অডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশী আইডল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে নতুন নতুন প্রতিভাবান শিল্পী এবং দর্শকও উপভোগ করতে পারবে সুন্দর একটি অনুষ্ঠান।

Jahangir Alam Jahid
ACP Metal finishing, Singapore.

কুয়েত

কাব্যচর্চার প্লাটফর্ম

বাংলাদেশ কবিতা পরিষদ কুয়েত কর্তৃক প্রকাশিত কবিকণ্ঠ দীর্ঘ এক বছরের পথপরিক্রমায় ২য় বর্ষে প্রকাশ করলো তার ১ম সংখ্যা। দুই লক্ষাধিক বাঙালি অধ্যুষিত কুয়েতে সর্বপ্রথম নিরেট পদ্যচর্চার প্লাটফর্ম নির্মাণ হয় ২০০৩ সালে এবং তার নির্ভেজাল আহ্বানে সারা দেন অনেকে। এই সুযোগ্য প্লাটফর্মের নির্মাতা এবং উদ্যোক্তা যাদের সক্রিয় ভূমিকা এবং পরিশ্রমের সমন্বয়ে গঠিত হয় এ সৃজনশীল সংগঠন। তাদের মাঝে অন্যতম জাহাঙ্গীর হোসাইন বাবলু, সালাহউদ্দিন আহমেদ সালমান এবং কবিকণ্ঠের একমাত্র উপদেষ্টা কবি, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক মোঃ আলী আজম। সাম্যবাদ, মানবতাবাদ, শ্রেণী সংগ্রামের বিদ্রোহী বিপ্লবী কবিতার পঙক্তির সয়লাবে কুয়েতের সীমাবদ্ধতা ভেঙে বাংলাদেশ কবিতা পরিষদ কুয়েত এবং এর মুখপাত্র কবিকণ্ঠ এখন আপাদমস্তক বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণীর কবি সাহিত্যিকসহ সর্বস্তরের কাব্যমোদীদের কাছে নির্দিষ্ট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে গেলে কবিকণ্ঠের বিগত সংখ্যাসহ ২য় বর্ষের সংখ্যায় লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানের প্রেরিত কবিতা। সেই সাথে খায়রুল আলম সবুজ, মাকিদ হায়দার, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কবিদের স্বহস্তের কবিতা ও শুভেচ্ছা বাণী। বাংলাদেশ কবিতা পরিষদ কুয়েতসহ এর মুখপাত্র কবিকণ্ঠ প্রতিসংখ্যাই বাংলার ঐতিহাসিক ইতিহাস লালিত পঙক্তির শব্দালংকারে আনন্দভোগ করে এবং প্রবাসী বাঙালিদের আনন্দ দেয়। কুয়েত প্রবাসে বাংলা সাহিত্যের কাব্যতীর্থ এ প্লাটফর্মের সঙ্গে কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সুপরামর্শদাতা এবং স্বদেশে সংবাদ মিডিয়ার দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিকের সম্পাদকসহ সবার দীর্ঘায়ু কামনা করে কবিতা সত্যসুন্দর স্বপ্নীল জীবনের সঙ্গে চলে, আসুন আমরা কবিতার সঙ্গে চলি।

সালাহ্উদ্দিন আহমেদ সালমান, বাংলাদেশ কবিতা পরিষদ, কুয়েত

টরেন্টো

নতুন আইন কার্যকর

‘শরণার্থীরা আর কানাডায় ঢুকতে পারবে না’

জসিম মল্লিক *টরেন্টো থেকে*

অবশেষে ‘সেফ থার্ড কান্ট্রি এগ্রিমেন্ট’ নামে নতুন আইনটি কার্যকর হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর সংখ্যা ২০০০-এ এ বিষয়ে লিখেছিলাম। গত ২৯ ডিসেম্বর থেকে শরণার্থীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সীমান্তের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থীরা যুক্তরাষ্ট্র সীমান্ত দিয়ে বৈধভাবে কানাডায় আশ্রয়ের জন্য আবেদন জানাতে পারতেন। কানাডায় এসে কেউ শূন্য হাতে ফিরে গেছে কিংবা শরণার্থীদের অমানবিকভাবে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে এমন ঘটনা ছিল বিরল। কিন্তু ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলার পর ঐ বছরই ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা ‘স্মার্ট বর্ডার’ চুক্তি স্বাক্ষর করে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই কানাডাকে এই মর্মে অভিযোগ করে আসছে যে, শরণার্থীদের ব্যাপারে কানাডার উদার নীতিমালা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। সন্ত্রাসীরা কানাডা থেকে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা করার সুযোগ পাচ্ছে। কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে আসছে। কানাডার পক্ষ থেকে বলা হয়, সেপ্টেম্বর ১১-এর হামলায় সন্ত্রাসীরা কানাডা থেকে যায়নি, তারা যুক্তরাষ্ট্রেই অবস্থান করছে এবং তাদের নাকের ডগাতেই এই হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারপর থেকে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে কানাডা শরণার্থীদের ব্যাপারে উদার নীতিমালা থেকে সরে আসে। যদিও কানাডার ইমিগ্রেশন মন্ত্রী জুডি সরো বলেছেন, এই চুক্তি জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক নীতিমালা অনুসারেই করা হয়েছে। এতে প্রথম দেশে (ফার্স্ট কান্ট্রি) আগত শরণার্থীদের আবেদন গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

কানাডা ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গেছে, এ চুক্তি কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সীমান্তের স্থলপথের জন্য প্রযোজ্য হবে। বিমান কিংবা নৌবন্দরের জন্য প্রযোজ্য হবে না। সেখানে শরণার্থীদের আবেদন জানানোর সুযোগ অব্যাহত থাকবে। আরো জানা যায়- জিম্বাবুয়ে, বুরুন্ডি, কঙ্গো, আফগানিস্তান, ইরাক, রুয়ান্ডা ও হাইতিকে এ নতুন নীতিমালা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া কানাডায় বৈধভাবে বসবাসরত কোনো নাগরিকের ১৮ বছরের অনধিক কোনো আত্মীয় যদি অভিভাবকহীন অবস্থায় কানাডায় প্রবেশ করে সেও শরণার্থী হিসেবে আবেদন করার সুযোগ পাবে।

কানাডা বর্ডার সার্ভিসের মুখপাত্র র‍্যান্ডি জর্ডান জানান, পশ্চিম এবং আটলান্টিক কানাডায় শরণার্থীদের কোনো চাপ পরিলক্ষিত হয়নি। অন্টারিওর বাফেলো/ফোর্ট এরি ও উন্ডসর এবং কুইবেকের লেকেলি সীমান্তে এ চাপ শুধু লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্যে বাফেলো ও ফোর্ট এরিতে ১৮শ’ শরণার্থীর আবেদন জমা পড়েছে। তার মধ্যে ৭০০ আবেদন ইতিমধ্যে প্রসেস করা হয়েছে। বাকি ১১শ’ আবেদন এ বছরেও নতুন নীতিমালা অনুযায়ী প্রসেস করা হবে। ২০০৩-এ এ আবেদনের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার। এর মধ্যে মাত্র ২০০ জন আবেদনের জন্য ভিন্ন রুট বেছে নিয়েছিল।

বাফেলো-নিউইয়র্ক শরণার্থী শিবিরের পরিচালক মলি শর্ট আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, এখন চোরাপথে আদম পাচারের হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাবে। কারণ, নতুন নীতিমালা অনুযায়ী শরণার্থীদের বৈধভাবে আবেদন জানানোর সুযোগ কেড়ে নেয়া হলো। তাদেরকে ঠেল দেয়া হলো চোরাগোপ্তা পথে।

Jasim-mallik@hotmail.com

সিউল

টিভি চ্যানেলে বাংলাদেশ

২৫ জানুয়ারি কোরিয়ান টেলিভিশন চ্যানেল KBS-2 সিসা-টু-নাইট রাত ১২টায় হেড লাইন নিউজে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ আসায় খবরটা গুরুত্ব সহকারে দেখি। তাতে দেখা যায়, এখানে কিয়া মোটরসে শ্রমিক নেতারা অর্থের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ এরূপ কৃতিত্বের অধিকারী হিসেবে বাংলাদেশের নাম প্রচার করা হয়। কেনই বা প্রচার হবে না- বাংলাদেশ যে আগে থেকেই বিশ্ব দরবারে দুর্নীতিতে একটি স্থান করে নিয়েছে। বিশ্বের বড় বড় মিডিয়াতে যখন বাংলাদেশের দুর্নীতির খবর অত্যন্ত কৌতূহলভরে প্রচার করে, তখন দুর্নীতিবাজ মানুষগুলো দেশের বড় বড় বিনোদন কেন্দ্রে গিয়ে তাদের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে ব্যস্ত থাকে। তাই দেশবাসী ও প্রবাসী পাঠক বন্ধুরা আসুন আমরা যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে সবকিছুর মানদন্ড নির্ধারণ করি। সব ধরনের প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অসৎ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করি। এ কলঙ্কজনক অধ্যায়ের অবসান চাই। এ অভিশাপ থেকে জাতির মুক্তি চাই- না হলে প্রবাসে বসবাস করে, প্রবাসী বাংলাদেশী হিসেবে পরিচয় দিতে সংকোচে মাথা হেট হয়ে আসে।

Bahauddin Ahamed Khokon
Song Su 2 Ga 3 Dong, Sung Dong Gu, Seoul, S. Korea

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ
ত্রৈমাসিক
প্রজন্ম একাত্তর
দেশ প্রবাসের নবীন প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।
দুটি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা। বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।
যোগাযোগ
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029
191 02 sollentuna, Sweden
Tel & Fax : +46-8-6231439
E-mail : delwar.h@spray.se
ঢাকা ব্যুরো
৩/৩-বি, পুরানা পল্টন (২য় তলা)
সোলেমান কোর্ট, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৫৩৪০, ৮১৫৫২৭১, ফ্যাক্স : ৯১৪০২২৫